4. The Subconscious and the Unconscious

The difference between the subconscious and the unconscious is as follows.

(1) The subconscious, as Stout holds, is vaguely conscious, while the unconscious is devoid of consciousness. (2) While the unconscious is the result of *repression*, the subconscious is not so. The latter, however, may be due to *suppression* or to being consciously subdued. (3) Thirdly, subconscious processes do not differ in kind from their conscious forms, but only in the degree of clearness. The former are vague, while the latter are distinct forms of the same mental contents. The conscious manifestations of subconscious processes are not the distortion or disguise thereof. Unconscious processes are, on the other hand, distorted or disguised in their conscious manifestations. Their difference is not merely that of degree, but appears to be that of kind. The latent contents of the unconscious often undergo radical changes in the manifest contents of the conscious.

(4) Again, subconscious processes may be made conscious by the voluntary efforts of the individual having them. Unconscious processes, on the other hand, are not convertible into the conscious by the individual left to his own resources. They are made conscious only with the help and guidance

of the psychoanalyst. (5) Moreover, a subconscious or a vaguely conscious process can be recognised when it is made explictly conscious. A student is only vaguely conscious or subconscious of the table-light in which he studies his subject. But as soon as the intensity of the light is diminished, he is clearly aware of it or can recognise it as different from the previous intensity of light. No such recognition of an unconscious process is possible, for its conscious manifestation is usually a disguise or distortion of the former. (6) Lastly, subconscious wishes do not manifest themselves as disease symptoms, for they are not due to repression. Unconscious wishes, on the other hand, manifest themselves indirectly through everyday mistakes, dreams and symptom formation as in hysteria, paranoia, melancholia and other mental diseases.

Evidences of the Subconscious: The subconscious is a truth resting on various grounds. Mental states like memory and recognition of *not wholly forgotten* persons and objects are explicable on the supposition of the subconscious. The residues of such past experience persist in mind in the form of implicit consciousness and make memory and recognition of not wholly forgotten persons and objects possible. These two involve making their vague consciousness explicit. Recognition represents its objects and persons as familiar and the feeling of familiarity can be accounted for only by the supposition that they formed the contents of marginal consciousness or subconsciousness.

This is not all. Even sensation. perception and thinking presuppose the subconscious. Sensation is not perceptibly increased until the stimulus be increased beyond a certain limit. The tumultuous sound of waves is audible, but not so in each individual wave, The point is that even the increases in the stimulus below the afore-said limit, or the waves taken singly produce an imperceptible or subconscious impression which when accumulated are perceptible. Perception also involves subconscious processes of assimilation, discrimination, localisation and recognition. Thinking,

again, presupposes memory, perception and therefore, sub-conscious activities of mind.

যায় না।

৩। চেতনার স্তর (Levels of Consciousness) :

মনোবিদ্যায় চেতনার চারটি স্তর স্বীকৃত হয়, যথা—(১) **সংজ্ঞান**, (২) **অন্তর্জ্ঞান বা অবচেতন**, (৩) আসংজ্ঞান ও (৪) **নির্জ্ঞান বা অচেতন স্তর**।

মনোবিদ্যার চেতনার স্তরগুলি নিচে আলোচনা করা হল :

(১) সংজ্ঞান (Conscious) : সংজ্ঞান স্তর বলতে আমরা বুঝি যা আমাদের চেতনার কেন্দ্রে থাকে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে আমরা সচেতন হই। এ হল সুস্পষ্ট চেতনার অবস্থা। আমরা যখন জাগ্রত অবস্থায় কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করি তখন আমরা সংজ্ঞান স্তরে থাকি।

(২) অন্তর্জ্ঞান বা অবচেতন (Sub-conscious) : অন্তর্জ্ঞান বা অবচেতন স্তর বলতে চেতনার বৃত্তের মধ্যবিন্দু বা কেন্দ্র থেকে চেতনার পরিধি অবধি যে ক্ষেত্র প্রসারিত তাকে বোঝায়। সালি (Sully), স্টাউট (Stout) প্রমুখ মনোবিদগণের বক্তব্য এরূপ যে, অন্তর্জ্ঞান বা অবচেতন এমন একটি স্তর যেখানে চেতনা থাকে না এমন নয়, আবার সুস্পষ্ট চেতনাও নয়। এই দুই-এর অন্তবর্তী ক্ষেত্র। মনোবিদ জেমস (James) এই স্তরকে চেতনার প্রান্ত (margin of consciousness) নামে অভিহিত করেছেন। স্টাউটের মতে, সংজ্ঞানে চেতনার উপস্থিতি খুবই স্পষ্ট, অন্তর্জ্ঞানে চেতনার উপস্থিতি অস্পষ্ট।

(৩) আসংজ্ঞান (Pre-conscious) : আসংজ্ঞান হল এমন একটি স্তর যেখানে স্মৃতির উপাদানগুলি থাকে এবং প্রয়োজনমত আমরা চেষ্টা করি কোন বিষয়কে স্মরণ করতে পারি। কোন ব্যক্তিকে দেখে আমি আগে দেখেছি বলে মনে হয়। কোন বিস্মৃত বিষয়কে চেষ্টা করে স্মরণে আনতে পারি। এসব বিষয় চেতনার কেন্দ্রেও থাকে না, প্রান্তেও থাকে না। এগুলি নির্জ্ঞান

স্তরে ছিল বলা যায় না। কেননা যা কিছু নির্জ্ঞানে নিহিত থাকে সেগুলি স্পষ্ট চেতনার স্তরে আসতে পারে না। তাই অন্তর্জ্ঞান ও নির্জ্ঞানের মাঝে একটি স্তরই 'আসংজ্ঞান', যাকে ফ্রয়েড (Freud) এই নামেই অভিহিত করেছেন।

(৪) **নির্জ্ঞান (Unconscious) ঃ** নির্জ্ঞান স্তর হল অচেতন স্তর যা মনের গভীরতম প্রদেশে থেকে চেতনার উপর প্রভাব ফেলে। এটি মনের এক গভীর, অন্ধকার স্তর যেখানে নানা ভাবনা চিন্তা লুকিয়ে থাকলেও আমরা স্মৃতিতে পুনরুদ্রেক করতে পারি না। নির্জ্ঞান প্রমাণসাপেক্ষ ব্যাপার। কেননা নির্জ্ঞান ছাড়া কতকগুলি বিষয়ের উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। এই স্তর চেতনার ক্ষেত্রের মধ্যে না পড়লেও অবশ্যই মনের ক্ষেত্রে পড়ে।

৪। অন্তর্জ্ঞান বা অবচেতন ও তার প্রমাণ (Sub-conscious and its evidence) ঃ

অন্তর্জ্ঞান বা অবচেতন স্তর বলতে বোঝায় চেতনার কেন্দ্রের পর থেকে শুরু করে চেতনার পরিধি অবধি ক্ষেত্র, যাকে অস্পষ্ট চেতন স্তর বলা হয়। একে চেতনার প্রান্তদেশও বলা হয়।

অন্তর্জ্ঞান বা অবচেতন মনের সপক্ষে কিছু প্রমাণ আছে।

(১) চেতনার ক্ষেত্রে থাকা বিষয়টি যদি উজ্জ্বলভাবে প্রতীয়মান হয়, তার পাশাপাশি অন্য বিষয়গুলিও চেতনার প্রান্তে থেকে আমাদের প্রভাবিত করে। যখন আমি কোন কিছু লিখছি, তখন আমার লেখার বিষয়বস্তুর উপরই আমার চেতনা বিস্তারিতভাবে আছে। কিন্তু এর সঙ্গে আমার লেখার টেবিল, টেবিলের উপর রাখা মোমবাতি, দেশলাই, খাবার জলের গ্লাস, পাড়ার রাস্তা দিয়ে যাওয়া হকারের গলার আওয়াজ, অস্পষ্ট আলো প্রভৃতি স্নায়ুর মাধ্যমে পরোক্ষে আমার চেতনার উপর রেখাপাত করে। এই প্রান্তীয় চেতনাই অবচেতনের অস্তিত্বে সাক্ষ্য প্রমাণ দেয়।

(২) অন্তর্জ্ঞান বা অবচেতন মনের সপক্ষে আর একটি প্রমাণ হল প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না যদি আমাদের অন্তর্জ্ঞানে সম্পাদনের প্রতিরূপ সংরক্ষিত থেকে পুনরুদ্রেক করা না হয়। তাছাড়া অবচেতন মন আছে বলেই প্রত্যক্ষ-নির্ভর ক্রিয়াগুলি যেমন, সদৃশকরণ, পৃথকীকরণ, প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতি সম্পাদিত হয়।

(৩) অনেকদিন আগে দেখেছি এমন কোন লোককে পরবর্তী সময়ে দেখেই চিনতে পেরেছি। অবচেতন মনে যেহেতু লোকটির প্রতিরূপ সংরক্ষিত আছে তাই এই প্রত্যভিজ্ঞা সম্ভব।

(৪) কোন বিষয় সম্পর্কে যদি সচেতনতা না থাকে, সেই বিষয়টি হঠাৎ নিষ্ক্রিয় হয়ে গেলে সে বিষয়ে আমরা সচেতন হই। এর দ্বারা প্রমাণ হয় অবেচতন মনে বিষয়টির প্রভাব পরোক্ষভাবে ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমি যখন মন দিয়ে টাইপরাইটারে টাইপ করে চলেছি, তখন একটু দূরে মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজছিল। টাইপ করার দিকেই আমার মন কেন্দ্রীভূত ছিল। কিন্তু আরতির ঘণ্টার ধ্বনি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলে আমি সেদিকে সচেতন হয়ে পড়লাম। এর দ্বারা প্রমাণ হয় অবচেতনে লুকিয়ে ছিল ঘণ্টার ধ্বনি।

(৫) অধ্যাপক যখন কলেজের ক্লাস রুমে বক্তৃতা দেন, তখন তাঁর সামনে থাকে অনেক ছাত্র-ছাত্রী, যাদের মুখগুলি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অধ্যাপকের চেতনলোকে এবং পাঠদান ক্রিয়া চলতে থাকে। কিন্তু পাশাপাশি কলেজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা দু-চারজন ছাত্রের গলার আওয়াজ, রাস্তার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া বিভিন্ন গাড়ির হর্ণ এসব চেতনার প্রান্তে থাকে। অধ্যাপকের চেতনস্তর যদি তাঁর বক্তৃতায় সক্রিয় হয়ে ওঠে, বাইরের আওয়াজ তাঁর অবচেতন স্তরে পাশাপাশি আলোছায়ার মত অবস্থান করে।

(৬) স্মৃতি অবচেতনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। যখন হারানো দিনের ঝাঁপি খুলে অতীতের ঘটনার ধূসর পাণ্ডুলিপি খুঁজে নিতে যাই তখন পুরানো দিনের নানা ঘটনা যেগুলি কখনও উজ্জ্বল, কখনও বা বিবর্ণ প্রতিরূপের আকারে অন্তর্জ্ঞানে সংরক্ষিত থাকে, সেগুলি পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে সামনে এসে ধরা দেয়।

(৭) দড়ি দেখে অনেকের সাপ মনে হয়। শিশির কণা অনেকের চোখে মুক্তো প্রতিভাত হয়। এখন বক্তব্য হল সাপের ধারণা বা মুক্তোর ধারণা পূর্ব অভিজ্ঞতায় না থাকলে দড়িকে সাপ মনে হত না, শিশিরকে মুক্তো মনে হত না। অবচেতন মনে ধারণাগুলি পূর্ব থেকে সঞ্চিত ছিল বলেই এরূপ ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ জন্মায়।

৫। নির্জ্ঞান মন এবং তার অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ (The Unconscious